মাইলস্টোনের ঘটনায় বিকৃত মরদেহ শনাক্তে ডিএনএ প্রোফাইলিং শুরু করেছে সিআইডি

সংগৃহীত ছবি

উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় গুরুতরভাবে বিকৃত হয়ে যাওয়া ছয়টি মরদেহ শনাক্তে পুলিশি তদন্ত জোরদার হয়েছে। মরদেহগুলোর পরিচয় নিশ্চিত করতে ১১ জন সম্ভাব্য স্বজনের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেছে সিআইডি।

রাজধানীর উত্তরা এলাকায় মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় ছয়জনের মরদেহ এমনভাবে বিকৃত হয়েছে যে, চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় মরদেহগুলোর পরিচয় নিশ্চিত করতে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) সংরক্ষিত দেহাবশেষ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছে সিআইডির ফরেনসিক বিভাগে।

সিআইডির ফরেনসিক বিভাগের বিশেষ পুলিশ সুপার শম্পা ইয়াসমিন জানান, ছয়টি মরদেহের বিপরীতে ১১ জন স্বজন ডিএনএ পরীক্ষার জন্য রক্তের নমুনা দিয়েছেন। কেউ কেউ একই পরিবারের একাধিক সদস্য হিসেবে নমুনা দিয়েছেন, যাতে দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

সরকারি এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এখনো নিখোঁজদের তালিকায় যাদের প্রিয়জনের নাম নেই, অথচ সন্তান বা স্বজন নিখোঁজ বলে ধারণা করছেন— এমন পরিবারের সদস্যদের অনতিবিলম্বে সিআইডির মালিবাগ কার্যালয়ে যোগাযোগ করে রক্তের নমুনা দিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী ডা. মো. সায়েদুর রহমান এই আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, “ডিএনএ ম্যাচিং সম্পন্ন হলেই স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই মরদেহ শনাক্ত করে তা স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা সম্ভব হবে।”

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে নমুনা বিশ্লেষণের কাজ চলছে। সিআইডির ল্যাবে ডিএনএ প্রোফাইলিংয়ের মাধ্যমে মরদেহ শনাক্তের প্রক্রিয়া এগিয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে এই প্রক্রিয়ায় সহায়তার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে।